তারিখ 22 DEC 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গন

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা কেমন আছেন

মো. সোহেল আমান

একটি জাতির উন্নয়নে ও উন্নত সভ্যতা নির্মাণের প্রথম ও প্রধান শর্ত হচ্ছে শিক্ষা। উন্নত জাতির উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে উপরোক্ত বাক্যটির সত্যতার প্রমাণ মিলবে। আমাদের দেশের প্রায় ৯০ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই হচ্ছে বেসরকারি। শিক্ষার উন্নয়নে বেসরকারি শিক্ষকদের পাশাপাশি কর্মচারীও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চাকরিজীবীদের প্রতি বছরই বেতন বৃদ্ধি পায় বা বেতন স্কেলের সঙ্গে একটি ইনক্রিমেন্ট যোগ হয়। কিন্তু খুবই দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে আমাদের দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি পায় না।

কথায় বলে অনিয়মে রাজ্য চলে না। অথচও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনিয়মই নিয়মে পরিণত হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের চাকরি বিধি নেই। চাকরি বিধি না থাকার কারণে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা নিয়ন্ত্রিত হয় প্রতিষ্ঠান প্রধান ও জিবি/ম্যানেজিং কমিটি ইচ্ছা/অনিচ্ছার ওপর এবং কর্মচারীরা নানা ধরনের নির্যাতন হয়রানি পেরেশানির শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত হলে কর্মচারীরা কোর্টের দ্বারস্থ হতেও বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হয় চাকরি বিধি না থাকার কারণে। আমাদের দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রায় ২ লক্ষের অধিক ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা চাকরি বিধির বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘ দিন হলো আন্দোলন করে যাচ্ছে। কর্মচারীদের দাবির প্রেক্ষিতে ১৯৯৪ সালে চাকরি বিধি বাস্তবায়নের সরকারি জিও পর্যন্ত হয়েছে। অথচ কি এক অদৃশ্য কারণে আজ পর্যন্ত চাকরি বিধি বাস্তবায়ন হয়নি।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/জিবি শিক্ষকদের প্রতিনিধি আছে। যার ফলে শিক্ষকগণ তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা ম্যানেজিং কমিটি/জিবি সভায় উপস্থাপন করতে পারে। অথচ একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের কোন প্রতিনিধি নেই। কোন প্রতিনিধি না থাকার কারণে কর্মচারীরা তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা ম্যানেজিং কমিটি/জিবি সভায় উপস্থাপন করতে পারে না। কর্মচারীদের প্রতিনিধি না থাকার কারণে ম্যানেজিং কমিটি/জিবি প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রভাবশালী শিক্ষকদের দুর্নীতি বা দায়িত্বে অবহেলা সম্পর্কে অজ্ঞাত থেকে যান। বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টি বোর্ড এবং অবসর সুবিধা বোর্ডে কর্মচারীদের প্রতিনিধি আছে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের রেগুলেশনে ম্যানেজিং কমিটিতে কর্মচারী প্রতিনিধি রাখার বিধান আছে। অথচ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/জিবি কমিটিতে কর্মচারীদের কোন প্রতিনিধি নেই। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ এবং অন্যান্য নির্বাচনে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটাধিকার আছে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে। অথচ অবাক কাণ্ড হচ্ছে দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে কর্মচারীদের ভোটাধিকার পর্যন্ত নেই। আমাদের দেশে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সদস্য হতে পারে। কিন্তু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৮ম শ্রেণি থেকে মাস্টার ডিগ্রীধারী শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারীরা পরিচালনা পর্ষদের সভায় প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না বা সদস্য হতে পারেন না। এর চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা আর কি হতে পারে।

> *বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য সব চাকরিতেই পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধির সুযোগ আছে। কিন্তু অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বিষয় হচ্ছে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের কোন প্রকার পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধির সুযোগ নেই। একই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকগণ চাকরিতে যোগদানের দুই বছর, আট বছর, বার বছর পর সিনিয়র স্কেল পায়। অথচও কর্মচারীরা সমগ্র চাকরি জীবনে একটি সিনিয়র স্কেল পায় এবং এই সিনিয়র স্কেলে বেতন বাড়ে মাত্র ১০০ টাকা। আমাদের দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীরা ২৫/৩০ বছর পর ঐ একই বেতন স্কেলে বা একই পদে থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের সমগ্র চাকরি জীবনে বেতন বৃদ্ধি পান মাত্র ১০০ টাকা।*

অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় কর্মরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীরা মূল বেতনের ৬৫% বাড়িভাড়া ভাতা পায়। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা বাড়িভাড়া পান মাত্র ১০০ টাকা। আমার জানামতে বাংলাদেশের কোথায়ও ১০০ টাকায় বাড়িভাড়া পাওয়া যায় না। ১০০ টাকায় বাড়িভাড়া না পাওয়ার কারণে কর্মচারীরা বাসস্থান সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় কর্মরত কর্মচারীরা মূল বেতনের সমপরিমাণ বছরে দুটি উৎসব ভাতা পান। অথচ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীরা বছরে দুটি উৎসব ভাতা মূল বেতনের ৫০%। ইদের সময় সবাই যখন উৎসব আনন্দে আত্মহারা হয় তখন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীরা বেদনাদায়ক নিদারুণ যন্ত্রণাময় হতাশার সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। মূল বেতনের ৫০% উৎসব ভাতা বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। অনেক সময় দেখা যায় ইদের পূর্বে বোনাসের ঐ সামান্য ক'টি টাকা কর্মচারীরা ব্যাংক থেকে উত্তোলনও করতে পারে না উৎসব ভাতা দেরীতে ছাড়ার কারণে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য সব চাকরিতেই পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধির সুযোগ আছে। কিন্তু অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বিষয় হচ্ছে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের কোন প্রকার পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধির সুযোগ নেই। একই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকগণ চাকরিতে যোগদানের দুই বছর, আট বছর, বার বছর পর সিনিয়র স্কেল পায়। অথচও কর্মচারীরা সমগ্র চাকরি জীবনে একটি সিনিয়র স্কেল পায় এবং এই সিনিয়র স্কেলে বেতন বাড়ে মাত্র ১০০ টাকা। আমাদের দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীরা ২৫/৩০ বছর পর ঐ একই বেতন স্কেলে বা একই পদে থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের সমগ্র চাকরি জীবনে বেতন বৃদ্ধি পান মাত্র ১০০ টাকা।

আমাদের দেশের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে অতিরিক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা আছে এবং অতিরিক্ত কাজের সময় তাদের নাস্তা বা আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। অথচও আমাদের দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত কোন প্রকার প্রারিশ্রমিকের ব্যবস্থা নেই। দাপ্তরিক সময়ে কাজের পর অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয় না। অথচও একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের কার্যকালীন সময়ে কোন অতিরিক্ত কাজ করলে তাদের (শিক্ষকদের) নাস্তা বা আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। কর্মচারীদের দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালন করতে হয় সম্পূর্ণ অভুক্ত অবস্থায়। অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তৃতীয়/চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের টিফিন ভাতা প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠান থেকে টিফিন ভাতা প্রদানের সরকারি বিধান থাকলেও আমাদের দেশের অধিকাংশে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের টিফিন ভাতা প্রদান করা হয় না। অল্প বেতনভুক্ত কর্মচারীদের টিফিন ভাতা প্রয়োজন।

প্রশিক্ষণ কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। একজন কর্মচারী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাকরিতে যোগদান করার পর তাকে কোন রকম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় না বা প্রশিক্ষণের কোন সুযোগ নেই। বিশেষ করে তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি বা বিভিন্ন দাপ্তরিক কার্য সম্পাদনের জন্য প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এবং পরীক্ষা ফরমফিলাপও অনলাইনে করা হয়। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন বা ফরমফিলাপের কাজগুলো কর্মচারীদেরই সম্পাদন করতে হয়। অথচ এই সব অনলাইন কাজের প্রশিক্ষণে পাঠানো হয় শিক্ষকদের। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সব কর্মচারী হিসাব সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত তাদেরকেও ডিজি অফিস/শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তাদেরকেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদ সদস্যদেরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। কারণ নিরীহ শিক্ষক-কর্মচারীদের সাথে জিবি কোন কোন সদস্যও অশোভন আচরণ করে থাকে

এহেন পরিস্থিতিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের উপরোক্ত দাবি দাওয়া এবং সমস্যাগুলো সমাধান করা এখন সময়ের দাবি।

লেখক: সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কলেজ কর্মচারী ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় কমিটি, ঢাকা।